দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

দৃষ্টিজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থার সংজ্ঞা এবং বর্ণনা নির্ভর করে কি উদ্দেশ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলকে (GROUP) বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার উপর। দৃষ্টিজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থা (VISUAL IMPAIRMEN) শিশুদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকপ্রয়োজন এই ধরনের ছেলে মেয়েদের অন্তনিহিত সব সামর্থ্যের বিকাশের জন্য বিশেষ ধরনের বা অভিযোজিত (ADAPTED) পাঠক্রম, সাজসরঞ্জাম বিশেষ ধরনের শিক্ষণ উপকরণ প্রয়োজন।

দৃষ্টিজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থা (VISUAL IMPAIRMENT) কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

(১) সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন (BLIND) এবং (২) আংশিক দৃষ্টিহীন (PARTIALLY SIGHTED)।

দুটি সংজ্ঞাই ব্যবহার করা হয় সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনও আংশিক বা ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন (LOW VISION) দের একটি সংজ্ঞায় দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছতা বা ভিস্যুয়াল অ্যাকুইটির উপর নির্ভর করে, অপরটি কিরূপ শিখন মাধ্যম ব্যবহার করে তার উপর নির্ভর করে।

ভিস্যুয়াল অ্যাকুইটি বলতে কোন ব্যক্তির সেই ক্ষমতাকে বোঝায় যার দ্বারা ব্যক্তি দূরবর্তী কোন বস্তুকে ভালভাবে দেখতে পায়।

★**DEFINITIONS THE AMERICAN FOUNDATION FOR THE BLIND (1961)** DEFINES BLIND INDIVIDUALS AS I THOSE WHOSE VISUAL ACUITY IS 20/200 OR LESS IN THE BETTER EYE WITH THE BEST POSSIBLE CORRECTION, OR IL THOSE WHOSE FIELD OF AN ARC OF 20 DEGREES OR LESS.

★**PARTIALLY SIGHTED ARE DEFINED AS** (1) THOSE WHOSE VISUAL ACUITY IS BETWEEN 20/200 AND 20/70 IN THE BETTER EYE WITH THE BEST POSSIBLE CORRETION , OR (2) THOSE NEED EITHER TEMPORARY OR PERMANENT SPECIAL EDUCATION FACILITIES .

★**শিক্ষাগতভাবে দৃষ্টিহীন শিশু** বলতে বোঝায় সেসব দৃষ্টিহীন শিশুদের যারা দৃষ্টিশক্তিহীন এবং ব্রেইল (BRAILLE) পদ্ধতিতে পড়াশুনা করে এবং স্পর্শ দ্বারা (TACTILE) এবং শ্রবণযোগ্য উপকরণ (AUDITORY MATERIALS) দ্বারা শিক্ষা লাভ করে।

★**আংশিক দৃষ্টিশক্তি শিশুদের দৃষ্টিশক্তি** অল্প মাত্রায় থাকে, তারা বিশেষভাবে ছাপানো বিষয়বস্তু (PRINT) এবং অন্যান্য দৃষ্টিশক্তি সহায়ককারী জিনিসপত্র দ্বারা (যেগুলি শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়) শিক্ষালাভ করে। THE PERSON WITH DISABILITIES (EQUAL OPPORTUNITIES , PROTECTION OF RIGHTS AND FULL PARTICIPA TION)

★**ACT 1995. GOVERNMENT OF INDIA . VISUAL IMPAIRMENT-** এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে একজন ব্যক্তি যদি নিম্নলিখিত অবস্থায় ভোগে তাদের দৃষ্টিহীন ধরা হবে। (১)সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীন অথবা (২)ভিস্যুয়াল অ্যাকুইটি ৬/৬০ বা ২০/২০০ থেকে বেশী হবে না। (SNELLEN) *অথবা (৩)দৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্র বা পরিধি ২০ ডিগ্রি অথবা তার কম।

★**PWDS - ACT** এ বলা হয়েছে আংশিক বা ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন (PARTIALLY SIGHTED) ব্যক্তি তাকে বলা হবে যে দৃষ্টি দ্বারা যথাযথভাবে কাজ করতে বাধা পায়। এমনকি STANDARD REFRACTIVE CORRECTION পরও কিন্তু বিভিন্ন সাহায্যের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ এবং পরিকল্পনা করতে সক্ষম।

★IF A PERSON BEING TESTED CAN READ AT 20 FEET WHAT PERSON WITH NORMAL VISION CAN READ AT 200 FEET , HIS OR HER VISUAL ACUITY IS 20/200 • SNELLEN CHART IS USED TO MEASURE VISUAL ACUITY . IT CONTAINS LETTERS OF ALPHABET IN VARYING SIZES , AND IS USED BY EYE SPECIAISTS .

★(যদি পরীক্ষা করা কোনও ব্যক্তি যদি ২০ ফুটের মধ্যে সাধারণ দৃষ্টিশক্তির সাথে 200 ফুট পড়তে পারেন তবে তার চাক্ষুষ তীক্ষ্ণতা

20/200। ভিজ্যুয়াল তীক্ষ্ণতা পরিমাপের জন্য স্নেলেন চার্ট ব্যবহার করা হয়। এটিতে বিভিন্ন আকারের বর্ণমালার অক্ষর রয়েছে এবং চোখের বিশেষজ্ঞরা এটি ব্যবহার করেন।)
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা—(১) চিকিৎসাবিজ্ঞানগত বা আইনগত সংজ্ঞা, (২) শিক্ষাগত সংজ্ঞা।
(১) আইনগত সংজ্ঞা (LEGAL DEFINITION) : আমেরিকার মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে যে সংজ্ঞা দিয়েছিল সেটা তো বলা হয়, যে-সমস্ত ব্যক্তির সবচেয়ে ভালো চোখ বা লেন্স ব্যবহারের পরও ভিস্যুয়াল অ্যাকুইটি ২০/২০০ বা তারও কম অথবা ব্যক্তির ভিস্যুয়াল অ্যাকুইটি ২০/২০০-ফুটের বেশি কিংবা ব্যক্তির ভালো চোখের দৃষ্টি ক্ষেত্র ২০ বা এর কম তাদের বলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।
(২) শিক্ষাগত সংজ্ঞা (EDUCATION DEFINITION) : সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হল সেই ব্যক্তি যার দর্শন ক্ষমতা এতটাই ত্রুটিযুক্ত যে, সে স্বাভাবিক প্রদর্শন পদ্ধতিতে পাঠ করতে পারে না। অনেক শিক্ষাবিদের মতে, যারা আইনগতভাবে দৃষ্টিহীন তারা। কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন নাও হতে পারে। কারণ মানুষের চোখে দু-প্রকার ত্রূটি থাকতে পারে যথাক্রমে— দূরদৃষ্টি (HYPER METROPIA) ও হ্রদ সৃষ্টি(MYOPIA) সংক্রান্ত ত্রূটি।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার কারণ সমূহ

দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা কোনো সুস্পষ্ট কারণ বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করতে না পারলেও বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যায়—
(১) বংশগত কারণ : সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রায় ৪২% শতাংশ দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার কারণ বংশগতি অর্থাৎ জিন বাহিত যে বংশগতি নিয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে তার ত্রুটি। এ ছাড়া কিছু বংশগত রোগ যেমন—রেটিনোব্লাস্টোমা, জন্মগত ছানি, শৈশবকালীন ছানি ইত্যাদির কারণে শিশু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হতে পারে। আবার গর্ভবতী মায়ের যদি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, রুবেলা, রেটিনাইটিস প্রভৃতি রোগ থাকে

তাহলে শিশুর দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হতে পারে।

(২) চোখের গঠনগত কারণ : চোখের আকৃতি যদি সঠিক না হয়, চোখের মণি যদি অত্যন্ত ছোটো হয়, সঞ্চালনকারী আজ্ঞাবহও সংজ্ঞাবহ স্নায়ু ত্রুটি বা মস্তিষ্কের কোন ত্রুটির কারণে শিশু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হতে পারে।

(৩) সাধারণ কারণ : দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা সাধারণ কারণগুলোকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে আলোচনা করা হল—

- **জন্মের পূর্বের কারণ :** শিশুর জন্মের আগে গর্ভবতী মা যদি বিভিন্ন সংক্রামক রোগের (রুবেলা, সিফিলিস, গুটি বসন্ত, গনোরিয়া প্রভৃতি) আক্রান্ত হন, মায়ের বয়স যদি অত্যন্ত কম হয়, গর্ভবতী মা যদি অপুষ্টিতে ভোগেন, মায়ের যদি রক্তের শ্রেণিগত ত্রুটি থাকে, মা যদি মাদক সেবন করেন অথবা গর্ভবতী মায়ের যদি তলপেটে কোনো আঘাত লাগে তাহলে শিশু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হতে পারে।

- **জন্মকালীন কারন :** জন্মের সময় শিশুর গলায় নাড়ি পেঁচিয়ে অক্সিজেনের ঘাটতি যদি হয়, ফরসেপের আঘাত যদি চোখে লাগে, সংক্রামক ব্যাধিতে যদি আক্রান্ত হয় অথবা জন্মের সময় শিশু যদি হাত ফসকে মেঝেতে পড়ে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট জায়গায় আঘাত লাগে তাহলে শিশু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হতে পারে।

(৪) সাধারণ চক্ষুরোগ : সাধারণ কিছু চোখের রোগ যেমন - ট্র্যাকোমা, কনজাংটিভাইটিস, অপথ্যালমিয়া, নিওনেটোরাম, কেরাটাইটিস, গ্লুকোমা, জেরপথ্যালমিয়া, ছানি ইত্যাদির কারণে শিশু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হতে পারে।

(৫) অন্যান্য কারণ :

- পিতা-মাতার রক্তের ত্রুটি, শিশুর স্বাভাবিকের থেকে কম ওজন, জন্মকালীন শিশুর সংক্রমণ যেমন কনজাংটিভাইটিস, কর্নিয়া আলসার হলে, দুর্ঘটনাজনিত কারণে মস্তিষ্কে ও চোখে আঘাত

লাগলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হতে পারে।

- সাধারণত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলতে বুঝায় স্বাভাবিক সীমায় কোন কিছু দেখার অক্ষমতা। শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় অন্ধত্ব হলো এমন একটি দৃষ্টিগত অস্বাভাবিকতা যার ফলে প্রশিক্ষণের পরেও কোন বস্তুর প্রত্যক্ষণ করা সম্ভব হয় না।

- অন্ধ শিশুদের সংজ্ঞায়িত করতে যেয়ে বলেন, ২০/২০০ এর চেয়ে কম দৃষ্টি ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে অন্ধ বলা যেতে পারে। একজন ব্যক্তি প্রকৃতই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কিনা তার মূল্যায়ন করবেন একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের নিম্নোক্ত ২টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়- সম্পূর্ন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।

দৃষ্টিহীন শিশুদের শিক্ষা পধতি

অন্ধশিশু এবং ব্যক্তিরা তাদের শ্রবণ, গন্ধ, এবং স্পর্শ ক্ষমতার সাহায্যে বিস্ময়কর কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য যে সকল পদক্ষেপ নেয়া যায় সেগুলো হলো-

(১) স্পর্শ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ।
(২) শ্রবণ অনুভূতির মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ।
(৩) লুইস বেলি উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ।
(৪) ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তায় শিক্ষণ শেখানো।
(৫) হাত ও পায়ের কার্য দক্ষতায় শিক্ষাদান সম্পন্ন করণ।
(৬) পেশাগত বিষয়ের দক্ষতা নির্ভর প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষাদান সম্পন্ন করন।

এদের পঠনপাঠনের জন্য মূলত স্পর্শ ও শ্রবণ পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হয়। দৃষ্টিহীন শিশুদের শিক্ষার পদ্ধতি উল্লেখ করা হল—।

(1) বেইল পদ্ধতি: ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে লুইস ব্রেইল এই স্পর্শমূলক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। সাধারণত ছয়টি উঁচু উঁচু বিন্দু থাকে যাদের

বিভিন্ন ক্রমে সাজিয়ে বর্ণ তৈরি করা হয়। যে কলমের সাহায্যে ব্রেইল লেখা হয় তাকে স্টাইলাস বলে। ব্রেইল বাঁ-দিক থেকে ডান দিকে লিখতে হয়। বৈজ্ঞানিক সংকেত, মানচিত্র, গণিত, সংগীতের স্বরলিপি প্রভৃতি ব্রেইলের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

(2) শব্দনির্ভর পদ্ধতি: দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাদানের যেসব পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছে সেগুলিকে শব্দনির্ভর পদ্ধতি বলে। যেমন- টকিং বুক, গ্রামোফোন, টেপরেকর্ডার প্রভৃতি। বিশেষ করে পাঠ্যসূচির উপর বিশেষভাবে তৈরি করা অডিয়ো ক্যাসেট দৃষ্টিহীন শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহার করা হয়।

(৩) হাতের লেখা প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: সকল দৃষ্টিহীন শিশুকেই হাতের লেখা প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব বলে মনে করেন অনেক শিক্ষক।

(4) সক্রিয়তাভিত্তিক পদ্ধতি: দৃষ্টিহীন শিশুদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের উপযোগী করে তোলার জন্য এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানকরে চলার জন্য তাদেরকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া প্রয়োজন। এতে তারা উৎসাহ বোধ করে এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

(5) জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: শিশু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিবেশ থেকে জ্ঞানার্জন করে। তবে যাদের দর্শন ইন্দ্রিয় কার্যকরী নয়। তাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি কার্যকরী করে তুলতে প্রশিক্ষণের কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করা হয়।

(6) অ্যাবাকাস ব্যবহারের প্রশিক্ষণ: গাণিতিক যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, শতাংশ, বর্গমূল অ্যাবাকাস পদ্ধতিতে দৃষ্টিহীনদের শেখানো হয়। মানচিত্র তৈরি, হাতের আঙুলের সূক্ষ্ম সালনে সাহায্য করে অ্যাবাকাস পদ্ধতি।

(7) কম্পিউটার পদ্ধতি: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ন্যায় ভারতে বর্তমানে কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষা দান একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

(8) অন্যান্য পদ্ধতি: অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণের

মাধ্যমে দৈনন্দিন কাজে দক্ষ করা হয় যেমন—
*স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শেখানো।
*নিজে নিজে স্নান করা, তেল মাখা, জামাকাপড় পরিষ্কার করার অভ্যাস তৈরি করানো।
*সঠিক স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করার অভ্যাস গড়ে তোলা।
*সামাজিক আচার-আচরণ ও রীতিনীতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
*ঘর পরিষ্কার, বাসনপত্র পরিষ্কার, নিজের বিছানা করে নেওয়ার অভ্যাস তৈরি করে দেওয়া।

(৪) ওষ্ঠ পঠন পদ্ধতি : অন্ধ শিক্ষার্থীরা যাতে কোন বক্তার ঠোটে হাত দিয়ে বুঝতে পারে সেই জন্য এই পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়। এই পদ্ধতিতে কোন অন্ধ শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীর ঠোটে হাত দিয়ে অনুভব করে বুঝতে পারে।

(9) টেপ রেকর্ডার পদ্ধতি : শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে টেপ রেকর্ডার পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়। এই টেপ রেকর্ডার পদ্ধতির জন্য অনেক অন্ধর শিক্ষার্থী আজ আধুনিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছে। এই পদ্ধতিতে কোন শিক্ষার্থী শিক্ষক এর কোন পার্কে রেকর্ড করে এবং পরবর্তী সময়ে ওই পার চালিয়ে পাঠ কে মুখস্ত করে। যে সকল শিশুরা জন্মগতভাবে সম্পূর্ণ অন্ধ বা শৈশবকালে কিংবা পরে অন্ধ হয়ে গিয়েছে তারা এই শ্রেণিভুক্ত। এদের স্বাভাবিক শিশুদের সাথে একই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়।

আংশিকভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

এ সকল শিশুরা স্বাভাবিক দৃষ্টি ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণভাবে অন্ধ ব্যক্তির মাঝামাঝি অবস্থান করে। এরা সাধারণত স্বাভাবিক দৃষ্টির জন্য লেন্স ব্যবহার করে থাকে এবং অনেক সময় চিকিৎসাধীনও থাকে।

আংশিকভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীকতার কারণ:-

অন্ধত্বের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম কারণ হলো_ অসাবধানতা। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরণের সংক্রামক রোগ, যথোপযুক্ত চিকিৎসার অভাব, ধুলাবালি, তাপ, ধোঁয়া ও ভিটামিন জনিত ঘাটতি রোগের কারণে ও আংশিক অন্ধত্ব, রাতকানা, বর্ণ অন্ধত্ব প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। এর মধ্যে প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ-

(১) শতকরা ৬০-৭০ ভাগ শিশু বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগের কারণে অন্ধ হয়ে থাকে।

(২) বর্তমানে বিশ্বে বা সমাজে নিরাপত্তার অভাব, বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা এবং যুদ্ধের কারণে অনেক শিশু এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে।

(৩) অনেক সময় বংশগতির কারণে ও শিশুরা অন্ধ হয়ে থাকে। তবে এ ধরনের ঘটনা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

(৪) বিভিন্ন ধরণের বিষাক্ত দ্রব্য, উত্তেজক, ও ক্ষতিকর দ্রব্য ইত্যাদির প্রভাবেও দৃষ্টি শক্তির অবক্ষয় হতে পারে।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা:

শিশুর সম্পূর্ণ বা আংশিক অন্ধত্ব প্রতিরোধের জন্য যে সকল কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে সেগুলো হলো_

- স্পষ্ট আলোতে পড়া। এমন স্থানে বসা যেখানে পড়ার ক্ষেত্রে চোখ ঝলসানো আলো না থাকে। পঠন সামগ্রী সঠিক স্থানে ধরা। শুয়ে, শুয়ে এবং খুব অসুস্থ অবস্থায় না পড়া। বাস, ট্রেন বা মোটর গাড়ী চলন্ত অবস্থায় না পড়া। পড়া বা কাজের ফাঁকে, ফাঁকে চোখকে বিশ্রাম দেয়া। যে সকল অবস্থা অন্ধত্বের জন্য দায়ী তা থেকে শিশুকে সম্পূর্ন রূপে দূরে রাখা।
- নিয়মিত চোখের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা হাসপাতালে গিয়ে চোখের চেক আপ দেয়া এবং ওষুধ সেবন করা।

- সর্বোপরি, চোখের যত্নের জন্য ভাল স্বাস্থ্যকর ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা।

★★*বিশ্বের প্রতিটি দেশেই রোগ, দুর্ঘটনা এবং যুদ্ধের কারণে অসংখ্য শিশু এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি তাদের দৃষ্টি হারাচ্ছে। এসকল দৃষ্টিহীনরা যাতে বঞ্চনা বা হতাশায় আক্রান্ত না হয় সে জন্য প্রয়োজন তাদের শারীরিক ক্ষমতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের। যদি তাদের এ ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং কাজের সাথে সম্পৃক্ত রাখা যায় তাহলে তারা উৎফুল্ল ও সুন্দর জীবন যাপনে সক্ষম হবে এবং সমাজের জন্য দায় না হয়ে একজন আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।*